Semester - 5th

Name - Nirmala Mallick

Sub - political Science (HONS)

paper - DSE-T-1 (A)

21/02/2023

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নাগরিকতার ধারনাটি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

□ নাগরিকতার ধারনা - full and equal membership in the political Community অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক সমাজের পূর্ন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যপদ - একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পিছনে রয়েছে মানবজাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। তথাকথিত নিম্নবর্নের ও প্রান্তিক মানুষেরা বহুদিন নাগরিকতার পূর্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

□ সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব রাজনীতিতে নাগরিকত্ব একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়ে পরিনত হয়েছে। ভারতের রাজ্য অসমে নাগরিক পঞ্জিকরন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়া ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা, বার্মা ও মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের এদেশে আগমন, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশে গৃহযুদ্ধের ফলে শরনার্থীদের সমস্যা — এই সমস্ত কিছু নাগরিকত্ব ইস্যুটিকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে, বিশ্বায়ন, অভিবাসন বা মাইগ্রেশনের সমস্যা, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

□ নাগরিকত্ব ধারনার বিকাশে চারটি ঐতিহাসিক পর্যায়কে চিহ্নিত ~~করেছেন~~ করা যায় - এগুলি নিম্নরূপ —

ক) <u>ধ্রুপদী গ্রিক-রোমান পর্যায়</u> : নাগরিকত্ব সম্পর্কে গ্রিকদের ধারনা ছিল শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহন। তবে এই নাগরিকতা সংকীর্ন গন্ডীর মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ, শুধুমাত্র ২১ বছর বয়স্ক 'স্বাধীন' পুরুষরাই এই অধিকার ভোগ করতেন। নারী, বিদেশি বা 'metices' এবং ক্রীতদাসরা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রাচীন রোমে নাগরিকত্বের ধারনা ছিল ভিন্ন। সেখানে জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহনের পরিবর্তে নাগরিকত্বকে একটি 'legal status' বা আইনি মর্যাদা হিসাবে

দেখা হত। নাগরিকের ভূমিকা ছিল খানিকটা নিষ্ক্রিয় বা passive, তবে গ্রিকদের তুলনায় তার বিস্তার ছিল অনেক বেশি। অনেক ধরনের মানুষকে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অনুগত করে রাখার জন্য এক ধরনের 'imperial Inclusiveness' ছিল রোমের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে অন্তর্ভুক্তিকরন বা সবাইকে নিষ্ক্রিয় সদস্য হিসেবে আইনি মর্যাদা দিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করা। ম্যাকিয়াভেলি অবশ্য রোমের সাধারনতন্ত্রের যুগে 'civic virtue'-র ওপর গুরুত্ব দেন।

ঘ) মধ্যযুগের শেষভাগ ও আধুনিক যুগের প্রক্কালে নাগরিকতা ধারনার পুনর্গঠন :- ষোড়শ শতাব্দি নাগাদ নাগরিকত্বকে একটি 'legal status' বা আইনি মর্যাদা হিসেবে দেখা একটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের চেহারা নেয়। বোঁদা বললেন, নাগরিক কিছু অভিন্ন সাধারন অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। গ্রিকদের 'Active citizenship'-এর ধারনা বা ম্যাকিয়াভেলির 'civic virtue'-র ধারনার থেকে এই নিষ্ক্রিয় আইনি মর্যাদার ধারনা ~~বা স~~ ছিল সম্পূর্ন ভিন্ন। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষনা এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর 'মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষনা' স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ধারনা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। জাতীয়তাবাদের প্রসার ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া নাগরিকতা ধারনাটিকে প্রসারিত করে।

গ) ১৯ ও ২০ শতকে উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদের প্রসারের প্রেক্ষিতে নাগরিকতা :

সামন্ততন্ত্রের অবসান, পুঁজিবাদের উত্থান এবং উদারনীতিবাদের প্রসার নাগরিকতার ধারনায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। জেরেক হিটার তাঁর citizenship: The civil Ideal in world History, গ্রন্থে বলেছেন ব্যক্তিগত অধিকারের ধারনা ও সামাজিক শ্রেনীর গন্ডী পেরিয়ে ব্যক্তিগত সচলতা-র সম্ভাবনা নাগরিকদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাজে সাম্যের ধারনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

সমসাময়িক ইংরেজ চিন্তাবিদ টি. এইচ. মার্শাল -এর অবদান উল্লেখযোগ্য। মার্শাল তাঁর ১৯৫০ সালে প্রকাশিত citizenship and Social class রচনায় ইংল্যান্ডে নাগরিকত্বের প্রসার নিয়ে এক বিশ্লেষণে নাগরিকদের চিহ্নিত করেন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাধীন ও সমানাধিকার ভোগকারী সদস্য হিসাবে। এই রচনায় মার্শাল নাগরিকত্বকে বিশ্লেষণ করেন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যার মাধ্যমে পুঁজিবাদি সমাজের অন্তর্নিহিত বৈষম্যের বিপরীতে সাম্যের বিস্তার ঘটে। মার্শাল এই রচনায় তিন ধরনের অধিকারের শ্রেণীবিভাজন করেন — পৌর অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক অধিকার।

(খ) সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ও বহুসাংস্কৃতিবাদ :

সাম্প্রতিককালে বহুসাংস্কৃতিবাদ বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নাগরিকত্ব প্রশ্নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মেনে নিয়ে এই অঞ্চলে সকলের একসাথে বসবাস - এই হল বহুসাংস্কৃতিবাদের মূলকথা। বিশ্বায়নের ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুসাংস্কৃতিবাদের প্রভাবে নতুন অধিকার চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে যথা minority rights বা সংখ্যালঘু অধিকার। এমতাবস্থায় পুরাতন বা সার্বিক নাগরিকতা ধারণার পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। মারিয়ন ইয়ং 'differentiated citizenship' -এর কথা বলেছেন। এর মূল কথা হল বিভিন্ন স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে, আদি আদিবাসী, বিভিন্ন ধর্মীয় ও 'ethnic' গোষ্ঠীকে মর্যাদা দান। উইল কিমলিকা বহুসাংস্কৃতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের গোষ্ঠীগত অধিকারের কথা বলেছেন। এগুলি হল - (ক) স্ব-শাসনের অধিকার, (খ) গোষ্ঠীগত বহুত্ববাদের অধিকার এবং (গ) বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অধিকার।